Distinguish between Thata & Raga

১)ঠাটে শুধু আরোহণ হয়, কিন্তু রাগে আরোহণ ও অবরোহণ উভয়েই থাকে।

২)ঠাট রচিত হয় ৭ স্বর নিয়ে, কিন্তু রাগ রচিত হতে পারে ৫ থেকে ৭ স্বর (একই স্বরের শুদ্ধ-বিকৃতকে এখানে একটি স্বর ধরা হয়েছে) নিয়ে।

৩)উত্তর ভারতীয় সংগীতে ঠাট রচনায় একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।কিন্তু রাগের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে কোনো স্বরের উভয় রূপ প্রযুক্ত হতে পারে।যেমন-পূর্বী ঠাটে তীব্র মা বা কড়ি মা থাকে,কিন্তু পূর্বী-রাগে তীব্র ও শুদ্ধ উভয় মা প্রযুক্ত হয়। দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতে বা কর্ণাটকী সংগীতে প্রত্যেক ঠাটে ৭ স্বর লাগলেও একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়।রাগের ক্ষেত্রেও তাই।

৪)ঠাটের কোনো রঞ্জকতা নেই।কারণ ঠাটের প্রতিটি স্বর স্থির থাকে। তাই ঠাট দেখে, রাগের উপযোগী স্বর-প্রয়োগ বোঝা কোনো মতেই সম্ভব নয়।কিন্তু রাগের রঞ্জকতা থাকতেই হবে।অর্থাৎ কোনো কোনো স্বরকে স্থির এবং কিছু কিছু স্বরকে অস্থির হতে হবে।তা না হলে রাগই হবে না।

৫)ঠাট অর্বাচীন বস্তু, কিন্তু রাগ বহু প্রাচীন।

৬)রাগের নাম থেকেই ঠাটের নাম হয়েছে, উল্টোটা নয়।একটি ঠাট থেকে যতগুলি রাগ উৎপন্ন হয়,তার মধ্যে যে রাগটির সঙ্গে ঠাটের বেশী সাদৃশ্য আছে,সেই রাগের নাম অনুসারেই ওই ঠাটের নাম রাখা হয়েছে।যেমন- ভৈরব ঠাট। ভৈরব ঠাট থেকে অনেক রাগই উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভৈরব রাগের সঙ্গে ভৈরব ঠাটের সাদৃশ্য নিকটতর।তাই ভৈরব রাগের নাম অনুসারেই ঐ ঠাটটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভৈরব নামে।

৭)রাগের সঙ্গে প্রাচীন গ্রাম-মূর্ছনার সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু ঠাটের সঙ্গে নেই।

৮)ঠাটের স্বরগুলি ক্রমিক হবে অর্থাৎ পর-পর হবে।কিন্তু রাগের বেলায় তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।বক্রগতির রাগের স্বরের ক্রম থাকে না।

৯)রাগের তিন প্রকার জাতি আছে,এগুলির আরোহণ-অবরোহণ ও অদল-বদল করে সর্বাধিক ৯ প্রকার জাতি হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রচলিত।ঠাটের এরূপ কোন জাতি নেই।

১০)প্রতিটি রাগে বাদী,সমবাদী,বিবাদী পরিবেশন সময় ইত্যাদি অপরিহার্য।ঠাটের ক্ষেত্রে বাদী,সমবাদী,বিবাদী পরিবেশন সময় ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই।

১১)রাগে মধ্যম বা মা স্বরটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। তাই একে 'অদ্ধদর্শক স্বর' বলে।অদ্ধদর্শক অর্থ পথপ্রদর্শক।শুধুমাত্র মধ্যমের রূপ পরিবর্তন করলেই প্রাতঃকালীন রাগ সায়ংকালীন এবং সায়ংকালীন রাগ প্রাতঃকালীন রাগে পরিবর্তিত হয়।ঠাটের ক্ষেত্রে এরূপ কোন অদ্ধদর্শক স্বর এবং বিশেষ স্বর নেই।ঠাটের ৭টি স্বরই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

১২)রাগের স্বর গুলি নিয়ে বিস্তার করা হয়,কিন্তু ঠাটের ৭টি স্বরই স্থির।তাই ঠাটের স্বরগুলি নিয়ে বিস্তার করা হয় না।

১৩)হিন্দুস্থানী সংগীতে ঠাটের সংখ্যা ১০টি ও দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতে ঠাটের সংখ্যা ৭২টি।কিন্তু এই দুই পদ্ধতিতেই রাগের সংখ্যা কিন্তু অসংখ্য।

১৪)রাগের শোভা বৃদ্ধির জন্য নানারূপ অলংকার প্রয়োগ করা হয়।কিন্তু ঠাটের স্বরগুলি স্থির এবং তাই ঠাটের স্বর গুলির শোভা বৃদ্ধির প্রয়োজন পরেনা।